অপূর্ব্ব স্বপ্ন।

শ্রীহরিদাস বসাক
প্রণীত।

১২৯৯।

মূল্য।০ চার আনা।

উৎসর্গ।

শ্রীলশ্রীযুক্ত পণ্ডিতপ্রবর রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ।

মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।

পণ্ডিত মহাশয়!

আপনার পিতৃ-তুল্য সরল বাৎসল্য আমি এ জন্মে ভুলিতে পারিব না। আপনি আমার শিক্ষাদাতা গুরু, সুতরাং আমার বিদ্যা বুদ্ধির বিষয় সকলই অবগত আছেন। আপনার নিকট সেই জন্য আমার কোন লজ্জা বা ভয় নাই। আমার রচিত "অপূর্ব্ব স্বপ্ন" অপর সাধারণের অনাদরণীয় হইলেও আপনি ইহাকে যত্ন করিবেন এই বিশ্বাস করিয়া আপনার শ্রীচরণ কমলে ইহাকে সমর্পণ করিলাম। আমার লেখনীপ্রসূত বলিয়া ইহা আপনার আদরের সামগ্রী হইলে অধীনের সকল বাসনা পূর্ণ হইবে।

আপনার একান্ত বশম্বদ

শ্রীহরিদাস বসাক।

মুখবন্ধ।

এই ক্ষণভঙ্গুর মানবজীবনের পরিণতি কোথায় কে বলিবে? ইহার আদিতেও আঁধার, অন্তেও আঁধার, কেবল মধ্যস্থলে মোহান্ধ মানব মায়ার কুহকে ভুলিয়া আছে ও প্রহেলিকাময়ী আশার খেলায় আত্মসুখানুসন্ধিৎসু হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে বিখ্যাত কবি যাহা বলিয়াছেন "বলোনা কাতর স্বরে, বৃথা জন্ম এ সংসারে, এ জীবন নিশার স্বপন" তাহাই ঠিক।

এখানে প্রত্যেকের কর্ত্তব্য পালনরূপ কঠোর সাধনা আছে, প্রত্যেকের কার্য্যের ভাবী পরিণাম আছে, পাপপুণ্যের বিচার আছে, ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলাফল আছে।

তথাচ এ সংসারে পাপ প্রলোভনের এমনই অসীম ক্ষমতা, যে মানুষ ক্ষণস্থায়ী ঐহিক সুখের তরে লালায়িত হইয়া জীবনের নিত্য শান্তি বিসর্জ্জন দেয় ও অধর্ম্মের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া

দুরাকাঙ্ক্ষী ফষ্টের (Faust) ন্যায় কেবল অল্প কয়েকদিনের সুখ-ভোগ আকাঙ্ক্ষায় অনন্তকালের জন্য নিরয়গামী হয়।

মৃত্যুভয় ভাবিয়া যদি লোকে কাজ করিত, মৃত্যুর পর নরক আছে যদি দুষ্কার্য্যের প্রারম্ভে ভাবিতে পারিত, তবে সংসারের অবস্থা অনেকগুণে ভাল হইয়া দাঁড়াইত।

আমার এই "স্বপ্নালোকে প্রেতপুরীর" স্বপ্ন যদিও শুধু কল্পনার খেলা, যদিও আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রজীবের পক্ষে মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধির অতীত সেই অজানিত দেশের (that undiscovered country from whose bourne no traveller returns) কথা, কল্পনার সহায়তা ব্যতীত, অন্য কোনরূপে জানিবার উপায় নাই, তত্রাচ ইহজীবনের সহিত পরজীবনের সম্বন্ধ ও মানব আত্মার সহিত অনন্তকালের সংযোগ প্রদর্শন উদ্দেশ্যে স্বপ্নচ্ছলে প্রেতপুরীর পাপের ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এই গ্রন্থ অধ্যয়নে যদি ভাবুক পাঠকবর্গের হৃদয়ে মানব আত্মার অবিনশ্বরত্ব ও পুণ্যের মহত্বচিন্তা ক্ষণকাল তরেও স্থান পায়, তবে উদ্দেশ্য সফল মনে করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে আমার উপদেষ্টা ও সহৃদয় বন্ধু মৈমনসিংহ জজকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার মজুমদার এম্ এ, বি এল্, মহোদয় এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

মাথাভাঙ্গার খ্যাতনামা উকীল দীনজনবন্ধু শ্রীযুক্ত দ্বারকা নাথ ঘোষ মহাশয়ের অনুগ্রহে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইল। এই মহাত্মার সদাশয়তা ও দেবদুর্লভ চরিত্র আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রাখিয়াছে।

অপূর্ব্ব স্বপ্ন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"O Life ! how pleasant in thy morning,
Young fancies' rays the hills adorning !
Cold-pausing Caution's lesson scorning
we frisk away,
Like school-boys at th' expected warning,
To joy and play". Burns.

শীতকাল। রাত্রি দুইপ্রহর অতীত হইয়াছে। চারিদিক অন্ধকার। আকাশে তারকারাজি ও স্থানে স্থানে এক একটী বৃহৎ বৃক্ষে খদ্যোতিকা ভিন্ন আলোকের আর কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। এই ভয়ানক সময়ে কুশগ্রামের পথে এক যুবা দ্রুতবেগে গমন করিতেছেন। যুবক যদিও সাহসী ও বলশালী ছিলেন, তথাপি এই ভয়ঙ্কর সময়ে যে তাঁহার মনে ভীতির সঞ্চার হইবে, সে বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি। কিন্তু ভয়ে তাঁহার গতির কোন মতে রোধ করিতে পারে

নাই, বরং তিনি উত্তরোত্তর অধিকতর দ্রুতগতিতে যাইতে লাগিলেন। কিছু দুর এই ভাবে গমন করিয়া একটী আলোক দেখিতে পাইলেন ও কথঞ্চিৎ আশস্ত হইয়া সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তথায় উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন যে তাহা একটী পান্থশালা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি অত্যন্ত বেগে আগমন করিয়াছিলেন, সুতরাং তথায় উপস্থিত হইয়া রক্ষককে ডাকিবার পূর্ব্বে কিয়ৎক্ষণ তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল।

এইরূপে কিছুক্ষণ বসিয়া আছেন, হঠাৎ এক ভয়ানক চিৎকার তাঁহার মনের শান্তি ভঙ্গ করিল। যুবকের ভয় হইল। এই ভয়ানক রাত্রে **মেরে ফেল্লে, মেরে ফেল্লে,** এই চিৎকার শুনিয়া কাহার মনে না ভয়ের সঞ্চার হয়? যুবক আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। শব্দের কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। **ঐ ছোরা, ঐ ছোরা,** আবার শব্দ হইল। এবার তাঁহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। তিনি যে স্থানে বসিয়াছিলেন, তাহার পার্শ্বে এক ক্ষুদ্র গৃহ হইতে ঐরূপ শব্দ আসিতেছে জানিতে পারিলেন। আস্তে আস্তে দ্বার খুলিতে চেষ্টা করিলেন। দরজা বন্ধ ছিল না সুতরাং কষ্ট করিতে হইল না।

তিনি দেখিলেন, একটী লোক নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন-

দেবীর প্রভাবে ঐরূপ উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতেছে। লোকটীকে দেখিয়া বোধ হইল যে সে কোন যৎসামান্য উপায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পরিধেয় বসন অতি মলিন, দেহ শীর্ণ, বোধ হয় আহার অভাবে ইহার এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে।

যাহাহউক তিনি অবশেষে পান্থশালার অধ্যক্ষকে ডাকিলেন, তখন রাত্রি প্রায় দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ ডাকিবার পরে উক্ত গৃহস্বামী মহাশয় বহির্গত হইলেন এবং কহিলেন "মহাশয়, আপনার কি আবশ্যক"? তিনি উত্তর করিলেন "আমাকে কিছু খাবার দিন ও এক খানি গাড়ি ডাকিয়া দিন, আমি বিজয়সিংহগ্রামে যাইব। আর এই যে লোকটী আপনার সরাইয়ে শয়ন করিয়াছে, ও কে"? পরে তাহার সম্বন্ধীয় যাহা দেখিয়াছিলেন, সমস্ত বিষয় আনুপূর্ব্বিক কহিলেন।

তখনও ঐ লোকটী নিদ্রাদেবীর মোহজালে আচ্ছন্ন। গৃহস্বামী উহার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, এ লোকটী আমার সর্ব্বোত্তম অশ্বচালক। আমি জল খাবারের আয়োজন করিয়া দিতেছি, আপনি আহার করুন; ততক্ষণ উহাকে গাড়ি প্রস্তুত করিতে বলি।

জলযোগ সমাপন করিয়া পান্থরক্ষককে মূল্য চুকাইয়া দিলেন ও পরে তিনি গৃহস্বামীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া গাড়িতে উঠিলেন। গাড়িখানি প্রান্তরের মধ্য

দিয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। ঘোটকদ্বয়ের ঘন ঘন পদাঘাতে মৃত্তিকা স্থানান্তরিত হইতে লাগিল। সানুকুল পবন মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হইয়া যুবকের মনে স্ফূর্ত্তি বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। কিয়দ্দূর গমনের পর তিনি অশ্ব-চালককে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি নিদ্রাবস্থায় ওরূপ ভাবে **মেরে ফেল্লে, মেরে ফেল্লে, উহু! ঐ ছোরা,** বলিয়া চিৎকার করিতেছিলে কেন? সে উত্তর করিল "স্বপ্নের ঘোরে ওরূপ করিতেছিলাম, আমি ওরূপ মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন দেখিয়া থাকি"। ভদ্রব্যক্তি পুন-রায় জিজ্ঞাসা করিলেন "এরূপভাবে স্বপ্ন দেখিবার কি কোন বিশেষ কারণ আছে"? সে বলিল "কারণ কিছুই নহে আমার ওরকম হ'য়ে থাকে"। কিন্তু ইহাতে তাঁহার মনের সন্দেহ দুর হইল না। তিনি বারম্বার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে পর সে বলিল, "কিছুদিন গত হইল আমার কোনও কর্ম্ম না থাকাতে বাটীতে বসিয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছি। বাটীতে আমার মাতা ভিন্ন আর কেহই ছিল না। অতি কষ্টে যাহা কিছু আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারিতাম আমরা উভয়ে আহার করিতাম। ইতি-মধ্যে একদিবস শুনিতে পাইলাম যে-আমাদের বাসস্থান হইতে কিছুদূরে একটী গ্রামে এক অশ্বচালকের কর্ম্মখালি আছে। আমি আমার স্নেহময়ী জননীকে বলিয়া কার্য্যা-নুসন্ধানে গমন করিলাম। মাতা প্রথম প্রথম নিষেধ

করিলেন তিনি বলিলেন 'অতদূরে চাক্‌রী করিলে প্রত্যহ আমাদের দেখা সাক্ষাৎ ঘটিবেনা, তোমায় দেখিতে না পাইলে আমার জীবন ধারণ বৃথা; তুমি অন্ধের যষ্ঠি। খাইতে পাই আর নাই পাই, তুমি কাছে থাকিলে আমার কোন ক্লেশই থাকিবে না; বিশেষ আজ তোমার জন্মদিন। জন্মদিনে ধনবান লোকেরা কতদিকে কত রকম কার্য্য করিয়া থাকে, আমরা দীনদরিদ্র হইলেও তোমার জন্মদিনে দুই জনে একসঙ্গেও থাকিতে পাইব না', আমি মাকে বলিলাম যদি আমি চাক্‌রি পাই, তাহাহইলে আমি আজই যেরূপে পারি একবার আসিব, তারপর আবার কাল যাইব। এরূপ সুবিধা ছাড়িলে আবার কোথায় পাইব। অশ্বচালকের কার্য্য আমি বিশেষরূপ জানি, তাই বলিতেছি আমি আজই যাই আবার আজই রাত্রে আসিব, মাতা সম্মত হইলেন। এতকষ্টে মাতার অনুমতি পাইলাম বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তথায় উপস্থিত হইয়া শুনিলাম যে কার্য্যটী বাহাল হইয়া গিয়াছে। কি করি। অগত্যা হতাশ অন্তঃকরণে প্রত্যাগমন করিতে হইল। সন্ধ্যার প্রারম্ভে তথা হইতে যাত্রা করিলাম। কিছুদূর যাইতে না যাইতে ঝড়ের সূত্রপাত হইল। আমি তখন দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু প্রভঞ্জন ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হইল, কোনরূপেই একপদ অগ্রসর হইতে

পারিলাম না। কি করি, কোথায় যাই, মনে মনে ভাগ্যকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম। কিন্তু ঝড় ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, অনেক অনুসন্ধানের পর একটী সরাই দেখিতে পাইলাম ও অগত্যা দ্বারে আঘাত করিলাম। কিয়ৎ-কাল পরে একজন লোক আসিয়া আমাকে একটী ঘরের মধ্যে লইয়া গেল, তথায় এক প্রদীপ জ্বলিতেছে, এবং একটী পরিষ্কার শয্যা প্রস্তুত রহিয়াছে। আমি গৃহ-স্বামীকে কিছু আহার্য্য দ্রব্য আনিতে বলিলাম, কিয়ৎক্ষণ পরে কিছু খাদ্য দ্রব্য আনীত হইল, আমি আহার করিলে পর গৃহস্বামী আমায় কহিলেন 'আপনি গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া এই শয্যায় শয়ন করুন'। আমি তাঁহার কথা মত কার্য্য করিলাম। ঘড়ীতে দুইটা বাজিল। ক্রমে আলোক ক্ষীণ হইতে লাগিল। আমার মাতার কথা স্মরণ হইল। আজই মার নিকট যাইব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম; পারিলাম না বলিয়া মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল। এক মনে এই সকল ভাবিতেছি সহসা আমার সম্মুখে ছুরিকাহস্তে এক পরমা রূপবতী যুবতীকে দেখিতে পাইলাম। তখনও আলোক নিবিয়া যায় নাই। ভয়ও বিস্ময় যুগপৎ আমার মনে উদয় হইল। ঐরূপ সুন্দরী নারী আমার কখন নয়নগোচরে পতিত হয় নাই কিন্তু সৌন্দর্য্য নিষ্কলঙ্ক নহে। তাহার বামদিকস্থ ভ্রূ দেশে একটী তিল এবং উভয় হস্তের অঙ্গুলি গুলির উপরিভাগে ছোট ছোট

লাল দাগ রহিয়াছে। যুবতী ক্রমশঃ ছুরিকা হস্তে আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। যুবতী নিকটে আসিয়াই আমার বক্ষঃস্থলে ছুরিকা বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। আমি ভয়ে সরিয়া যাইলাম। তাহার ছুরিকা আমার পার্শ্বস্থ শয্যাকে বিদ্ধ করিল। তখন প্রদীপে আলোক ক্রমশঃ কমিতেছে। সে শয্যা হইতে ছুরিকা উত্তোলন করিয়া পুনরায় আমার বক্ষস্থলে আঘাত করিবার জন্য সচেষ্ট হইল। আমিও ভয় প্রযুক্ত আবার সরিয়া যাইলাম। সেবারও তাহার ছুরিকা পূর্ব্ববৎ শয্যায় বিদ্ধ হইল। তখন দীপালোক অত্যন্ত ক্ষীণপ্রভ, পুনরায় সে সচেষ্ট হওয়াতে আমি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম

মেরে ফেল্লে, ঐ ছোরা, ঐ ছোরা।

তখন দীপালোক একটীবার মাত্র উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া নিবিয়া গেল; আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু আমার সেই চিৎকারে গৃহস্বামী জাগরিত হইয়া শীঘ্র আমার দ্বারে আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল। আমি সভয়ে তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া দিলাম। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন আপনি এত রাত্রিতে চীৎকার করিতেছেন? কে আপনাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল"? আমি তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিলাম। তিনি কহিলেন, "কৈ, সে স্ত্রীলোক কোথা। আর চলুন

দেখি, কোথায় আপনার বিছানায় ছুরির দাগ দেখিগে"। আমি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আমার বিছানার নিকটে আসিলাম কিন্তু ছুরিকার দাগ দেখাইতে পারিলাম না। তিনি কহিলেন "দ্বার রুদ্ধ ছিল, কি প্রকারে লোক প্রবেশ করিয়াছে আর সে লোক কোথায় গেল। আপনি দেখাইতেও পারিলেন না।" আমি বলিলাম না মহাশয় এগৃহে থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই আর ঝড় বৃষ্টিও থামিয়া গিয়াছে। আমি এখন চলিলাম, আপনার পাওনা চুকাইয়া লউন। তখন রাত্রি আড়াইটা বাজিয়া গিয়াছে। গৃহস্বামী আমার নিকট হইতে আপনার পাওনা চুকাইয়া লইলেন। পরে আমি বাটীতে আসিয়া আমার মাতার নিকট সমস্ত বিষয় বলিলাম। তিনি এ সমস্ত বিষয় এক খানি কাগজে লিখিয়া রাখিলেন কিছুই ছাড়িলেন না। আমি প্রতি বৎসর জন্ম দিনে রাত্রি দুইটার সময় সেই স্বপ্ন দেখিয়া চিৎকার করিয়া থাকি। অদ্য আমার জন্ম দিন সেই জন্যই আপনি দুইটার সময় আমার নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নের ঘোরে ঐরূপ চিৎকার শ্রবণ করিয়াছিলেন। আমার জননী বলিয়াছিলেন যে তুমি এবং আমি ব্যতীত যেন আর কেহ একথা জানিতে না পারে। কিন্তু অদ্য আপনি তাহা জানিলেন"।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"Love rules the Court, the Camp, the grave,
And Men below, and Saints above
For Love is heaven, and heaven is Love" Scott.

কথায় কথায় তাহারা নানাস্থল অতিক্রম করিয়া নিরাপদে যুবকের বাটীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। পরে ভদ্রলোকটী গাড়ি হইতে নামিয়া চালককে যথোচিত পুরস্কার করিয়া আপন বাটীতে গমন করিলেন। আর সেও গাড়ি লইয়া আপন প্রভুর বাটীতে উপস্থিত হইল। তখন বেলা প্রায় দশটা। বেলা হইয়াছে দেখিয়া আহারের বন্দোবস্ত করিতে লাগিল, এমন সময়ে তাহার নামে একখানি পত্র আসিল। পত্রের মর্ম্ম এই যে তাহার মাতা অসুস্থা, আজই তাহাকে বাটীতে যাইতে লিখিয়াছেন। কি করে, অগত্যা প্রভুর নিকট অবকাশ লইয়া মাতার নিকট গেল। বাটী পৌঁছিতে অনেক বেলা হইল। তখন তাহার মাতা অন্য দিন অপেক্ষা অনেক ভাল ছিলেন, সুতরাং আহারাদি করিয়া মাতার রোগের সেবা করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে পর এক দিবস যখন

সে তাহার বাটীর বহির্দ্বারে বসিয়া আছে, এমন সময়ে একখানি গাড়ি তাহার নিকট দিয়া অতি দ্রুতবেগে যাইতে যাইতে হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া গিয়া অগ্রে অশ্বদ্বয়কে গাড়ি হইতে খুলিয়া দিল, এবং আরোহিদিগের অনেক সাহায্য করিল। তাহা দেখিয়া একটী আরোহী বলিলেন, আমি আমাদের পুরাতন অশ্বচালকের মুখে তোমার পরিচয় পাইয়াছি। তুমি একজন উত্তম অশ্বচালক, আমাদের সহিত বাটীতে আইস আমি তোমাকে অদ্য হইতে অশ্বচালকের কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। ইহা শুনিয়া সে পরমাহ্লাদে স্বীয় জননীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল ও তাঁহাকে বলিল, আমার মাতা ভিন্ন এ সংসারে আর কেহই নাই। আমার মা আমাকে কোনমতেই ছাড়িতে চাহেন না, যদি আপনি দয়া করিয়া সময়ে সময়ে আমার মাকে দেখিয়া যাইতে অনুমতি করেন, তবে আমি রুগ্না মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সক্ষম হই।

আরোহী তাহার মাতৃভক্তিতে আরও আনন্দিত হইয়া বলিলেন, ইচ্ছা হইলেই তোমার মাকে দেখিয়া যাইও। এখান হইতে আমাদের বাটী অধিক দূর নয়, তুমি প্রত্যহই দেখা করিতে পারিবে, সেজন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। এই সকল কথা শুনিয়া সে আনন্দিতমনে তাঁহাদের সহিত গমন করিল ও অত্যন্ত চতুরতার সহিত

কার্য্য চালাইতে লাগিল। তাহার কার্য্যদক্ষতাগুণে সকলেই তাহাকে ভালবাসিতে লাগিলেন।

কয়েক বৎসর অতীত হইলে পর, একদিবস তাহার প্রভু তাহাকে ডাকাইয়া কহিলেন, দেখ, আমরা সপরিবারে কোনও দূরদেশে যাইতে মনস্থ করিয়াছি। বোধ হয় কল্যই আমরা যাত্রা করিব। সে যাহাহউক আমরা তোমার কার্য্যকৌশল দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। সেইজন্য আমি তোমাকে বাৎসরিক প্রায় সাড়ে তিনশত টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিলাম। ইহাতে তুমি সচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। আর তোমায় পরিশ্রম করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে হইবে না। এই বলিয়া তাহার প্রভু তাহাকে উক্ত সম্পত্তি প্রদান করিলেন। সেও যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আহ্লাদিতমনে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

যখন বাটীতে উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি ৯টা। সে দিন তাহার জন্মদিন। সে দিবস সন্ধ্যার সময় হইতে তাহার মাতার অসুখ হইয়াছিল। সে আসিয়া মাতাকে রোগগ্রস্তা দেখিয়া কহিল মা। আমি ডাক্তারখানায় গিয়া ডাক্তারবাবুকে তোমার রোগের কথা বলি। পরে তিনি যে ঔষধ দিবেন, তাহা আনিয়া তোমায় সেবন করাইয়া দিব, তাহাহইলে আর যাতনা থাকিবে না। মাতা কহি-

লেন, না, অদ্য রাত্রিতে আর তোমায় ডাক্তারখানায় যাইতে হইবে না। কিন্তু তাঁহার যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল দেখিয়া সে তখন কোন কথা না বলিয়া ডাক্তারখানায় চলিয়া গেল।

ডাক্তারখানা তাহার বাসস্থান হইতে দুইক্রোশ দূরে। সে তথায় উপস্থিত হইয়া ডাক্তারবাবুকে নিদ্রিত দেখিল। অনেক ডাকা ডাকির পর তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। পরে সে তাহার মাতার অসুখের কথা তাঁহাকে বলিল। তখনও ডাক্তারবাবুর চক্ষু হইতে নিদ্রাদেবী অবসর গ্রহণ করেন নাই। কিয়ৎকাল পরে মুখ প্রক্ষালনপূর্ব্বক ঔষধ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রাত্রি প্রায় দুইটা।

এমন সময়ে একটী পরমাসুন্দরী রমণী হঠাৎ দ্বার উৎঘাটনপূর্ব্বক অল্পে অল্পে তথায় উপস্থিত হইল। যেন বিদ্যুতের আলোকে চারিদিক আলোকিত হইল। সকলেই নীরব। অবশেষে সুন্দরী কহিল, ডাক্তারবাবু! আমাকে কিঞ্চিৎ 'লডেনম্' (অহিফেন-আরক) দিন। ডাক্তারবাবু কহিলেন, আমি কাহাকেও বিনাকারণে 'লডেনম্' দিই না। ইহা বিষাক্ত পদার্থ, অনায়াসে ইহার দ্বারা লোকে আত্মহত্যা করিতে পারে। সুন্দরী কহিল, আমার দাঁতের গোড়ায় ব্যথা হইয়াছে, সেইজন্য ডাক্তারের আদেশানুসারে ইহা আপনার নিকট হইতে ক্রয় করিতে আসিয়াছি। ডাক্তার বাবু কহিলেন, তোমার

দাঁতের গোড়া দেখি। সুন্দরী বলিল, আমি স্ত্রীলোক, আপনাকে আমি দাঁতের গোড়া দেখাইতে সক্ষম নহি। আপনি আমাকে উক্ত দ্রব্য দিয়া মূল্য গ্রহণ করুন।

ডাক্তারবাবু তাহার উপর সন্দেহ করিয়া তাহাকে 'লডেনম্' দিলেন না। তাহা দেখিয়া সুন্দরী তথা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল।

তখন সেই অশ্বচালক রূপসীর অপরূপ রূপরাশি পরিদর্শনে মুগ্ধ হইয়া কহিল, "সুন্দরি! আমি কি তোমার কোন উপকার করিতে সক্ষম হইব না? আমাকে কোন কথা না বলিয়া কেন চলিয়া যাইতেছ"? সুন্দরী উত্তর করিল, এ ত্রিভুবনে আমার কেহই নাই। যদি আপনি আমার কোন উপকার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিলাম। আপনি স্বকার্য্য সাধন করিয়া পরে আমার সহিত তথায় সাক্ষাৎ করিবেন। এই বলিয়া রূপসী চলিয়া গেল।

এই রূপসীর অপরূপ রূপরাশি, শশিমুখের মৃদুহাসি এবং স্বভাবের সুস্নিগ্ধতা অশ্বচালককে এরূপ মুগ্ধ করিয়াছিল যে, সে স্বকার্য্য বিস্মৃত হইয়া তথা হইতে চলিয়া আসিতে উদ্যত হইতেছিল। তাহা দেখিয়া ডাক্তারবাবু তাহাকে কহিলেন, কই, মহাশয়! আপনার ঔষধ লইয়া গেলেন না? তখন সে অত্যন্ত লজ্জিত ও শশব্যস্ত হইয়া

ঔষধ গ্রহণপূর্ব্বক দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। কিন্তু প্রথমে সেই স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইল না। মনে করিল, বুঝি তাহার নিকট হইতে কৌশলে পলায়ন করিয়াছে, এই ভাবিয়া ক্ষুণ্ণমনে যেমন দুই এক পা অগ্রসর হইবে, অমনি তাহার স্কন্ধে কে যেন হাত দিল। সেও তৎক্ষণাৎ চক্ষু ফিরাইল ও সেই স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইল এবং কহিল, সুন্দরি! কিজন্য তুমি 'লডেনম্' ক্রয় করিতে গিয়াছিলে? সে কহিল, "আত্মহত্যার জন্য" যুবক চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন? আত্মহত্যা কেন'?

সুন্দরী উত্তর করিল, "এ সংসারে আমার আপন বলিতে কেহই নাই। বৃথা এ ছার দেহ বহন করিবার প্রয়োজন কি? আর কা'রই বা মুখ চাহিয়া থাকিব। এতদিন অবধি যাঁহার আশায় এদেহ বহন করিয়াছিলাম তিনিই যখন আমায় আজ যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিয়া বাটী হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়াছেন, তখন আর আমার জীবনের প্রয়োজন কি? সেইজন্যই আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইতেছিলাম"।

অশ্বচালক কহিল, "কাহার আশায় এতদিন তোমার জীবনে মমতা ছিল? এবং কেনই বা সে তোমায় বাটী হইতে দূর করিয়া দিল"?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"Hope deferred maketh the heart sick;
But when 'tis fulfilled, 'tis a tree of life." Homer.

রমণী বলিল, "বহুদিন পূর্ব্বে আমার পিতামাতার মৃত্যু হয়। আমার পিতার জীবদ্দশায় আমাদের স্বজাতীয় এক প্রতিবেশী যুবা আমাদের বাটীতে আসিয়া আমার বৃদ্ধ পিতার বিশেষ সাহায্য করিত। তখন আমার বয়স ৭।৮ বৎসরের অধিক হইবে না। কিছু দিন এইরূপে গত হয়। প্রথম প্রথম আমি তাহার কাছে যাইতাম না। কিন্তু শেষে তাহাকে আমার পিতার উপকারী দেখিয়া অল্পে অল্পে তাহার নিকট যাইতাম, তাহার সহিত কথাবার্ত্তাও কহিতাম। কথায় কথায় তিনি আমাকে বিবাহের কথা বলিলেন, আমি নিতান্ত ছেলে মানুষ, বিবাহ কি জানিতাম না; সুতরাং কোন উত্তর দিলাম না। কিছুদিন পরে আমার পিতাকে ঐ কথা বলিলেন; পিতা সম্মত হইলেন। আমার যেমন একমাত্র পিতাছাড়া জগতে আর কেহই ছিলেন না, তাঁহারও সেইরূপ দূরসম্পর্কীয়া এক মাসী ছাড়া আর কেহই ছিল না। আমাদের বিবাহের কথা স্থির হইল বটে, কিন্তু তাঁহার অর্থের অভাববশতঃ বিবাহ হইল না। তিনি অর্থের উদ্দেশে গমন করিলেন। ইতিমধ্যে আমার

পিতার কাল হইল। আমি একাকিনী। অপরাপর প্রতিবেশিগণের সাহায্যে যথাসাধ্য সৎকার করিলাম ও একা থাকা অনিষ্টকর বিবেচনা করিয়া এক প্রতিবেশীর আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম"।

"অদ্য প্রাতে তিনি আসিয়াই আমার দুর্ঘটনার বিষয় শুনিলেন ও অনুসন্ধান করিয়া আমার আশ্রয়দাতার গৃহে উপনীত হইলেন। কিন্তু অনুগ্রহ করিবার পরিবর্ত্তে বৃথা 'কলঙ্কিনী' এই নাম দিয়া আমাকে তিনি সেই বাটী হইতে বহিষ্কৃত করাইয়া দিলেন ও বলিলেন, আর আমি তোমার মুখাবলোকন করিতে চাহি না। সুতরাং আত্ম-হত্যা ভিন্ন আর আমার অন্য উপায় নাই"।

অশ্বচালক কহিল "না, না সুন্দরি! অমন কাজ করিও না! ছি! এ নব যৌবনে কেন আত্মহত্যাজনিত চিরস্থায়ী পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে উদ্যত হইতেছ। আইস অদ্য রাত্রিতে তোমাকে আমার বাটীতে কোন গোপনীয় স্থানে রাখিয়া কল্য প্রাতে তোমাকে একটী বাটী ভাড়া করিয়া দিব। এবং আহারাদির সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিব, সেজন্য তোমার কোনও চিন্তা নাই। এই বলিয়া উভয়ে প্রান্তরমধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিল।

সে দিন পূর্ণিমার রাত্রি, পূর্ণশশী গগনে উদিত হইয়া চারিদিকে রজত কিরণ বিতরণ করিতেছে। আহা! এই জ্যোৎস্নালোকে কৃষকমণ্ডলীর পর্ণকুটীর সকল এক অভি-

নব অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। অশ্বচালক রূপসীর অপরূপ রূপরাশি দেখিয়া অধীর হইয়া পড়িতে লাগিল। তখন সে, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, এমন রূপ কেহ কখনও দেখে নাই। ইহাতে মুনি ঋষিদিগেরও মন বিচলিত হয়। কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি দরিদ্র, বোধ হয় সকলেই ইহার প্রণয়হ্রদে নিমগ্ন থাকিতে ইচ্ছুক!!! সুন্দরীর বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। সুন্দরী এখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। সুন্দরীর যেরূপ অসামান্য রূপলাবণ্য, তাহার প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য, চিত্তের স্বাধীনতা এবং প্রণয়ের গভীরতাও তদনুরূপ।

রমণী, তরল নয়নকমলের চঞ্চল কটাক্ষে মোহিত করিয়া যৌবনসাগরের প্রবল তরঙ্গে অশ্বচালককে ভাসাইয়া রূপলাবণ্যের মধুর হিল্লোলে নাচাইতে লাগিল।

চতুর্দ্দিক নীরব। এই নীরব প্রান্তরমধ্যে এই অপূর্ব্ব রূপের নীরব অথচ উজ্জ্বল প্রতিমা মৃদুমন্দভাবে গমন করিতেছে। সুন্দরীর সৌন্দর্য্যে সমস্ত প্রান্তর অলঙ্কৃত হইয়াছে।

যুবকের মনে আঁর কোন চিন্তা নাই। সে কেবল একভাবে সেই অলৌকিক রূপরাশির শোভা সন্দর্শন করিতেছে ও পরক্ষণেই গগনতলে পূর্ণচন্দ্রের দিকে চাহিতেছে। বোধ হয় সে যেন উভয়ের সৌন্দর্য্যের তুলনা

করিতেছে। উভয়েই নিস্তব্ধ। কাহারও মুখে একটীও কথা নাই। এইরূপে কিছুদূর যাইলে পর যুবক আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার হৃদয়স্পন্দন দ্রুত-বেগে হইতে লাগিল। অবশেষে কম্পিত স্বরে তাহার নাম ও জাতি জিজ্ঞাসা করিল। সুন্দরী বলিল, আমরা অতি নীচজাতীয় তৈলিক (তেলি) আমার নাম শোভনা। হঠাৎ যুবকের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল, বলিল আমিও তৈলিক। যদি তোমার কোন বাধা না থাকে, তবে তুমি কি আমায় বিবাহ করিবে? আমার একমাত্র বৃদ্ধামাতা আছেন। তিনি ব্যতীত এ সংসারে আমার বলিবার আর কেহই নাই। সুন্দরী মৌনাবলম্বন করিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিল। প্রেমে সুন্দরী পাগলিনী!

এইরূপে প্রান্তর অতিক্রম করিয়া যামিনীর শেষ ভাগে অশ্বচালক নিজ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল ও পূর্ব্বকথামত সুন্দরীকে একটী গুপ্ত স্থানে রাখিয়া ঔষধহস্তে জননীর কক্ষে প্রবেশ করিল। এবং তাঁহাকে ঔষধ খাওয়াইয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি সুস্থ হইয়া বলিলেন বৎস। আজ তোমার জন্মদিন অদ্য রাত্রি দুইটার সময় তুমি কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় দেখিয়াছ? পুত্র কহিল না মাতঃ। সে রাত্র দুইটার সময় ডাক্তার-খানায় যে ঘটনা হইয়াছিল তাহা গোপন করিল। পর-দিন প্রাতঃকালে সে সেই রমণীকে দেখিয়াই যেন

কোথাও তাহাকে দেখিয়াছে, তাহার এরূপ বোধ হইতে লাগিল কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিল না। পরে তাহাকে গ্রামের অপর পার্শ্বে একটী বাটী ভাড়া করিয়া রাখিয়া দিল। তাহার আহার ও ব্যবহারোপযোগী সমস্ত দ্রব্য এবং পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া দিল।

পরে বাটী আসিয়া স্নান করত মধ্যাহ্ন ভোজনে বসিল। আহার সমাপনান্তে সে তাহার মাতাকে কহিল, মা, তুমি এখন পীড়িত অথচ তোমাকেই সংসারের যাহা কিছু সমস্তই করিতে হয়। আর আমাকে সমস্ত ক্ষণই বাহিরে থাকিতে হয়। যদি তুমি অনুমতি কর তবে আমি বিবাহ করি, কারণ আমার এখন বাৎসরিক প্রায় সাড়ে তিনশত টাকা আয়। আর ইহাতে তুমি, আমি ও আমার স্ত্রী এই তিনজনের খরচ অনায়াসে চলিতে পারে। মাতা এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইলেন এবং কহিলেন, বাবা, এত বেশ কথা, আমারও তাই ইচ্ছা। তবে বাবা! আজ হইতে আমি একটী ভাল রূপবতী মেয়ের অনুসন্ধান করিব। পুত্র কহিল, মা! আমি একটী স্থির করিয়াছি এই বলিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয় জানাইল ও কহিল যে তোমার আজ্ঞা পাইলেই তাহাকে বিবাহ করি। মাতা বলিলেন, তবে বাবা! আমাকে একবার দেখাও। পুত্র বলিল, হাঁ মা, অদ্যই আমি তোমাকে দেখাইব।

এই বলিয়া সে তাহার মাতাকে একখানি গাড়ি করিয়া সেই সুন্দরীর বাটীতে লইয়া গেল। মাতা বাটীতে প্রবেশ করিয়া সুন্দরীকে দেখিবামাত্রই বিস্মিতা, ভীতা, স্পন্দিতা এবং মূর্চ্ছার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। মাতা ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে ঐ সুন্দরী আগন্তুকের অভ্যর্থনার্থে এক ছুরিকার দ্বারা একটী তরমুজ কাটিতে বসিল। বৃদ্ধার দৃষ্টি ছুরিকার উপর পড়িবামাত্রই তিনি বিকটস্বরে চিৎকার করিয়া বলিলেন "ও রাক্ষসী, পিশাচী, উহাকে বিবাহ করিও না।" এবং তন্মুহূর্ত্তে মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

সুন্দরী ইহা শ্রবণমাত্র অশ্বচালককে অনেক কটুকাটব্য বলিল, এবং কহিল কেন তুমি আমায় এরূপ ভাবে অবমানিত করিবার জন্য ইহাকে এস্থলে আনয়ন করিলে?

তখন সে তাহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া সত্বর মাতাকে গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক সেবা শুশ্রূষার দ্বারা মূর্চ্ছার অপনয়ন করিল। অনেকক্ষণ পর মাতা সুস্থ হইয়া কহিল ঐ কাষ্ঠ নির্ম্মিত বাক্সের মধ্যে এক খানি কাগজ আছে, তাহা লইয়া আইস। সে কাগজে খানি আনিয়া মাতার সম্মুখে রাখিয়া দেখিতে লাগিল এবং কহিল মা! ইহাতে ত ছুরিকা হস্তে এক স্ত্রীলোকের

রূপ বর্ণনা এবং আমার জন্ম দিনের রাত্রির স্বপ্নের বিষয় লিখিত আছে। মাতা কহিলেন, ইহা দেখিয়া কিছুই কি বুঝিতে পারিতেছ না? যাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, তাহার আকৃতির সহিত তুলনা কর দেখি? তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না, যে তাহারই আকৃতি ইহাতে বর্ণিত আছে? তুমি কি স্বপ্নের কথা সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছ? এই বলিয়া আদ্যোপান্ত তাহার নিকট বলিলেন এবং কহিলেন, তুমি উহাকে বিবাহ করিও না।

মাতার কথা শুনিয়া তাহার সকল কথা স্মরণ হইল। প্রথমে চন্দ্রালোকে তাহার আকৃতি ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই, শেষে তাহার বামদিকের স্কন্ধদেশে তিল ও হস্তের অঙ্গুলির উপরিভাগে লাল লাল দাগ রহিয়াছে দেখিয়া তাহার সকলই মনে পড়িল, আর কোন চিন্তাই রহিল না। সে বুঝিতে পারিল যে স্বপ্নদৃষ্ট স্ত্রীলোক ও এই জীবন্ত প্রতিমা, এই উভয়েরই আকার একরূপ।

অরণ্যে রোদন এবং দুর্ব্বাদলে মুক্তা ছড়ান সদৃশ জননীর বাক্য কোন কাজেই আসিল না। তাঁহার সমস্ত কথা বৃথা এবং চেষ্টাও বিফল হইল। প্রথমতঃ তাহার জননীর কথা শুনিয়া তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার মাত্র হইয়াছিল বটে; কিন্তু সে ভয়ের সঞ্চার কতক ক্ষণের জন্য। সলিলে জলবিন্দুর অবস্থিতি কতক্ষণ? আকাশে

নিক্ষিপ্ত ইষ্টকখণ্ডের অবস্থিতি কতক্ষণ? নর-ভালে জলের তিলকের অবস্থিতি কতক্ষণ? প্রণয়পারাবারের স্রোতের মুখে ভীতি-বাধা কতক্ষণ রহিবে? প্রবল স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল! সামান্য প্রস্তর-খণ্ড কখন কি স্রোতস্বিনীর প্রবল বেগকে বিভিন্ন দিকে ফিরাইতে পারে? সে তাহার মাতার অগোচরে সেই সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিল। অদ্য তাহার বহুদিনের আশা পূর্ণ হইল। হায়! অশ্বচালকের মনে আজ কি অনির্ব্বচনীয় সুখের আবির্ভাব হইয়াছে! আজ কি সুখের দিন! অনেকের ভাগ্যে এরূপ সুখের দিন ঘটে না। মনোমত স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা অপেক্ষা বোধ হয় অধিক সুখ আর জগতে নাই। পাঠক! এ কথা কি তোমার মনে লাগিবে? তোমার গৃহিণী যদি তোমার মনের মত হয়, তবে কত সুখ বল দেখি? ইহা অপেক্ষা সুখ কি আর আছে? আজ আমাদের অশ্বচালকের ভাগ্যে সেই সুখের দিন!!!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"—Sweet is Revenge—Especially to women", Byron.

এইরূপে কয়েক বৎসর অতীত হইল। কিন্তু সে মনোমত স্ত্রী পাইয়াও তাহার মাতাকে ভুলে নাই। সে প্রতিদিনই মাকে দেখিতে আসিত। বলা বাহুল্য, বিবাহের পর সে স্ত্রীর কাছে প্রায় সমস্ত দিনই অতিবাহিত করিত। পরে একদিবস তাহার মাতার পেটে বেদনা হঠাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাতে সে দিবস সে কোনও ক্রমে বাটীর বাহির হইতে পারিল না। তাহার মন সর্ব্বদাই সেই চাঁদবদন দেখিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল। কিন্তু কি করিবে? 'মাতাকে এরূপ অবস্থায় রাখিয়া কোথাও যাওয়া উচিত নহে' এইভাবে মনকে প্রবোধ দিয়া স্থির হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার মাতার বেদনা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সেজন্য সে সপ্তাহকাল বাটী হইতে বহির্গত হইতে পারে নাই।

এই অবসরে তাহার স্ত্রী (সেই সুন্দরী) আর এক যুবকের প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়াছে। আর স্বামীকে মনে নাই। এখন সেই তা'র হৃদয়বল্লভ। তাহার সহিত

প্রণয়ালাপে কাল অতিবাহিত করিতেছে। হায়! সতীত্ব কি ক্রীড়নক? সতীত্বই স্ত্রীলোকের সার-সর্ব্বস্ব। এহেন রত্ন কেহ কখন কি ইচ্ছা করিয়া নষ্ট করে? যে করে, তা'কে শতধিক্! সতী সাবিত্রীরা প্রাতঃস্মরণীয়া, আর কুলটাদিগের নামোচ্চারণেও পাপের সঞ্চার হয়।

এদিকে প্রায় এক পক্ষ পরে তাহার মাতার বেদনার কিঞ্চিৎ উপশম হইল দেখিয়া, সে (অশ্বচালক) তাহার নববিবাহিতা পত্নীর সহিত সাক্ষাৎমানসে বাটী হইতে বহির্গত হইল ও অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত গমন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার আশালতা সমূলে নির্ম্মূলিতা হইল। সে মনে মনে এই চিন্তা করিতেছে যে, অদ্য যাইয়া প্রিয়ার সহিত কতই প্রেমালাপ করিব। কতই মধুর বচনে তাহাকে সম্ভাষণ করিব। কিন্তু হায়! যখন সে বাটী প্রবেশানন্তর, প্রিয়ার কক্ষে প্রবেশ করিল, তখনই তাহার আপাদমস্তক বিঘূর্ণিত হইল। দেখিল তাহার প্রণয়িণী এক অপরিচিত যুবকের সহিত একাসনে আসীনা। সে তখন সংজ্ঞা হারাইল এবং ভাবিতে লাগিল, আমি কি নিদ্রাবশে স্বপ্ন দেখিতেছি? না ইহা প্রকৃত ঘটনা? তাইত প্রকৃতই বটে। এই যে সেই পাপীয়সী পরপুরুষের সহিত পর্য্যঙ্কোপরি বসিয়া রহিয়াছে; এই বলিয়া, ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল।

ইত্যবসরে যুবকটী পলায়ন করিল। পাপীয়সী উত্তম মধ্যম প্রহার খাইয়া কোথায় পলায়ন করিল, তাহার কিছুই স্থিরতা রহিল না।

ঘড়িতে এগারটা বাজিল। যুবকের মন তখন যে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। প্রথমেই ভাবিল, যে, যাহার সহিত ইহার প্রথম বিবাহের কথা হইয়াছিল, যে ইচ্ছা কবিয়া নিজে বিবাহ করিতে প্রার্থনা করিয়াছিল, সেই "কলঙ্কিনী" এই নাম দিয়া ইহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল। অবশ্যই তাহার কোন কারণ ছিল, না বুঝিয়া কেবল রূপে মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করা ভাল হয় নাই। আমার স্নেহময়ী জননী আমাকে কত যে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্বা করা যায় না। গুরুবাক্য অবহেলা করিয়াছি, সুতরাং তাহার ফল, ভোগ করিতেছি। তাহার জন্য আর এখন কষ্ট করিলে কি হইবে? মা আমাকে আজই আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন, আজ তোমার জন্মদিন, আজ আর তথায় গিয়া কাজ নাই, এখানেই থাক। আমি এমনই জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম যে, তাঁহার সে কথা পর্য্যন্ত শুনি নাই।

সে একাকী বাটী মধ্যে অবস্থিত। ক্রোধে তাহার শরীর ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। স্ত্রীর এইরূপ আচরণ দেখিয়া কোন ব্যক্তির না ক্রোধে আপাদমস্তক

কম্পিত হয়? অনেকক্ষণ পরে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া অপর একটী কক্ষে শয়ন করিল ও অবশেষে নিদ্রা-দেবীর ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিল। কতক্ষণ যে এরূপ ছিল, তাহার স্থিরতা নাই। পরে হঠাৎ ভয়ানক চিৎ-কার করিয়া উঠিল এবং দেখিল, সম্মুখে একটী রমণী ছুরিকা উত্তোলন করিয়া তাহাকে সংহার করিতে আসি-তেছে। কিন্তু এবার সে পূর্ব্বের ন্যায় ভীত হইল না, কারণ সে দেখিল, এই রমণী তাহার স্ত্রী। তখন সে উঠিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিল। স্ত্রীলোকটী কৌশলপূর্ব্বক ছুরিকাখানি লুকাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার সে চেষ্টা সফল হইল না। তাহার স্বামী তাহার হস্ত হইতে ছুরিকাখানি কাড়িয়া লইল এবং অবশেষে কহিল, তুমি কেন আমাকে, এই ছুরিকা দ্বারা, সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলে? রমণী উত্তর করিল শুদ্ধ সংহার করিতে উদ্যত হই নাই, তোমায় নিশ্চয়ই সংহার করিব; আর এই ছুরিকার দ্বারাই (যাহা তোমার হাতে এখন রহিয়াছে) তোমার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিব, এই বলিয়া সুন্দরী তথা হইতে অকস্মাৎ চলিয়া গেল।

এই সকল শুনিয়া সে যুগপৎ আশ্চর্য্যান্বিত ও ভীত হইল এবং মনে মনে স্থির করিল যে একাকী আর এ বাটীতে থাকা উচিত নহে। তখন সে বাটী হইতে বহি-

গত হইয়া কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে সম্মুখে এক পুলিশ কর্ম্মচারীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল এখন রাত্রি কত ? পুলিশ,কর্ম্মচারী উত্তর করিল এখন দুইটা বাজিয়া ১৭ মিনিট হইয়াছে। ইহা শুনিয়া তাহার মুখ মলিন হইল ও সে বাটীর দিকে দ্রুত গমন করিতে লাগিল। যখন সে প্রান্তস্থিত এক উদ্যানের নিকট উপস্থিত হইল তখন চকিতের ন্যায় দুইজন দস্যু আসিয়া তাহার হস্ত দৃঢ়রূপে ধরিল এবং অপর একজন তাহার দক্ষিণ হস্ত হইতে ছুরিকা কাড়িয়া লইয়া কোথায় পলায়ন করিল আর দৃষ্ট হইল না। সে আরও ভীত হইয়া দ্রুতবেগে গমনপূর্ব্বক বাটীতে উপস্থিত হইল।

হায়! হতভাগ্যের ভাগ্য কি এই রকমই হয়! তাহার মাতার বেদনা আবার অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। তিনি যাতনায় ছট্ ফট্ করিতেছেন। তখন তাঁহার অবস্থা দর্শন করিলে পাষাণেরও হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয়। সে তাহার মাতাকে এরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত ও চিন্তিত হইল। তাঁহার কথা তাচ্ছিল্য করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া যাওয়া ভাল কাজ হয় নাই জানিয়া সে আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিল। যাহা হউক এখন আর বৃথা চিন্তায় সময়ক্ষেপ না করিয়া সে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকিতে গমন করিল। ক্ষণকাল পরে ডাক্তার সমেত বাটীতে আসিয়া উপস্থিত

হইল। ডাক্তার বাবু বিচক্ষণরূপে রোগের বিষয় পরিদর্শন করিয়া কহিলেন, "রোগটী অত্যন্ত কঠিন; তবে চেষ্টা কর, আরোগ্য লাভ করিলেও করিতে পারে।" তিনি এই বলিয়া ব্যবস্থা করিয়া, চলিয়া গেলেন। কিন্তু যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

পর দিবস সন্ধ্যার সময় সন্তানের হস্তে একখানি কাগজ দিয়া রাত্রি ৩।৪ টার সময় তিনি (অশ্বচালকের মাতা) রবিসুতালয়ে গমন করিলেন। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ এইবার নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। এইরূপে শোকে ও দুঃখে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে পর তাহার সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল। এখন নিরুপায়! কি করিবে, কোথায় যাইবে, এই ভাবিয়াই আকুল। নিরুপায়ের উপায়, অনাথের নাথ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, হরিই আছেন। এই আশায় আশ্বস্ত হইয়া কোন একটী পান্থশালায় দাসত্ব বৃত্তি অবলম্বন করিল। তথায় সে অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিল।

একদিন তাহার কোন কাজ কর্ম্ম না থাকাতে আপন গৃহে উপবেশন করিয়া আছে। এমন সময়ে হঠাৎ তাহার মাতৃদত্ত কাগজের কথা স্মরণ হইল। সে তৎক্ষণাৎ বাক্স হইতে কাগজ খানিকে লইয়া আসিল ও দেখিল যে, তাহাতে এই কয়টী কথা লেখা আছে। "তোমার যে পুত্র জন্মিয়াছে, সে তাহার স্বপ্নদৃষ্ট কোন

স্ত্রীলোকের হস্তে তাহারই জন্ম দিনে নিহত হইবে।" তখন অশ্বচালকের স্মরণ হইল যে তাহার মাতা তাহাকে বিবাহ করিতে কেন, বারম্বার নিষেধ করিয়াছিলেন। তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে তাহাকে আর অধিক দিন জীবিত থাকিতে হইবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"The weariest and most loathed worldly life,
That age, ache, penury and imprisonment
Can lay on nature, is a paradise
To what we fear of Death." Shakespere.

বৈশাখ মাস। মধ্যাহ্নকাল প্রায় অতীত হইয়াছে। সূর্য্যের প্রখর কিরণে মানবের কথা দূরে থাক, পশুপক্ষী পর্য্যন্ত কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। মধ্যে মধ্যে কেবল এক একটী কাক কোন কুঞ্জে বসিয়া কা কা রবে প্রকৃতির শান্তি ভঙ্গ করিতেছে। মনুষ্য সকল স্ব স্ব গৃহে আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত, বাহিরে জনপ্রাণীও নাই।

এইরূপ সময়ে মধ্যাহ্নতাপে তাপিত কোন এক দম্পতি সেই পান্থশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথা-কার অধ্যক্ষ সসম্ভ্রমে তথায় উপস্থিত হইল ও তাঁহা-দিগকে সম্ভাষণ করিয়া বলিল, মহাশয়! আপনারা কি এখানে থাকিবেন? ভদ্রলোক বলিলেন, হাঁ। আমরা আমাদের এক আত্মীয়ের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাদের আজ ভয়ানক দুর্ঘটনা উপস্থিত। যাহার বিবাহ উপলক্ষে এ নিমন্ত্রণ,

সেই পুত্রটীকে গতকল্য রাত্রে সর্পে দংশন করিয়াছে, সুতরাং আমরা তাহাদের বাটী পর্য্যন্ত না যাইয়াই প্রত্যাগমন করি। কিন্তু পথিমধ্যে এতদূর ক্লান্ত হইয়াছি, যে আমাদের বাটী পর্য্যন্ত না গিয়া এইস্থানে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। বিশেষ স্ত্রীলোক সঙ্গে আছে, কিছু সুস্থ না হইলে আর যাইতে সক্ষম হইব না।

অধ্যক্ষ এই কথা শুনিয়া এই অশ্বচালককে সেই দম্পতি সেবায় নিযুক্ত করিল। এই দম্পতি ইহার কার্য্য কৌশলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, ও ভদ্রমহিলাটী তাহাকে ডাকিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। অশ্বচালক তাহার জীবনকাহিনী আদ্যোপান্ত তাঁহার সমীপে বলিল। ইহা শুনিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হইল। আর তিনি তাহার স্ত্রীর কাহিনী শুনিয়া অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন, এবং মনে মনে স্থির করিলেন, স্বামীকে বলিয়া ইহাকে আমাদের অশ্বচালকের কর্ম্মে নিযুক্ত করিব, তাহাহইলে ইহার জন্মদিনের রাত্রির ঘটনাবলী স্বচক্ষে দেখিতে পাইব।

সন্ধ্যার পর তিনি স্বামীর পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! অদ্য আপনাকে একটী কথা বলিব। দেখুন, যে লোকটী এস্থানে আমাদের সেবা করিতেছে, সে অত্যন্ত গরীব ও পিতৃমাতৃহীন। কিন্তু সে অশ্বচালকের কর্ম্ম ভালরূপে জানে, আমাদের অনেকগুলি

অশ্বচালক সত্ত্বেও উহাকে অশ্বচালকের কর্ম্মে নিযুক্ত করুন, ইহাতে আমাদের আয়ের কোনও ক্ষতি হইবে না। উহার অবস্থা দেখিয়া আমার মনে বড়ই দয়ার উদ্রেক হইয়াছে। স্বামী উত্তর করিলেন, আচ্ছা, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু ও লোকটী কি আমাদের সহিত (আমাদের) দেশে যাইবে? ভদ্রমহিলা বলিলেন, হাঁ, সে যাইবে। আমি তাহাকে সে বিষয়ে সম্মত করিয়া লইব।

পরদিবস আহারান্তে তিনি ঐ অশ্বচালককে ডাকাইয়া কহিলেন, দেখ, আমি আমার স্বামীকে তোমার অবস্থার কথা বলিয়া তোমাকে একটী অধিক বেতনের কর্ম্ম দিতে বলিলাম, তাহাতে তিনি বলিলেন, আচ্ছা, আমি উহাকে আমাদের একটী অশ্বচালকেব কর্ম্ম দিব। তা, তুমি কি আমাদের সহিত (আমাদের) দেশে যাইতে পারিবে? অশ্বচালক কহিল, কেন মা ঠাকুরাণি! পারিব না। আমি চাকর, আপনারা আমায় যেস্থানে লইয়া যাইবেন, আমি তথায় যাইব। পুনরায় তিনি কহিলেন দেখ, আমরা বৎসরের মধ্যে ছয়মাস আমাদের দেশে থাকি আর ছয়মাস 'কামরূপে বাস করি। "এঁ্যা! এঁ্যা!!" কি বলিলেন কামরূপ। মহিলা কহিলেন কেন, কেন, তুমি কামরূপ দেশের নাম শুনিয়া এরূপ বিস্মিত হইলে? অশ্বচালক কহিল ঐ দেশেই আমার স্ত্রীর দেশ। মহিলা বলিলেন বেশ ত তথায়

যাইলে তোমার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা। সে বলিল, না মা ঠাকুরাণি! আমার আর তাহার সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন নাই। সে এখন আমার স্ত্রী নহে, সে আমার সংহারক। স্ত্রীলোকটী বলিলেন, সে যাহা হউক, কল্য প্রাতে ছয়টার গাড়ীতে আমরা দেশে যাইব। তুমি তোমার অধ্যক্ষের অনুমতি লও এবং কাপড় ও যাহা কিছু আছে, বাঁধিয়া ঠিক্ করিয়া রাখিও। এই বলিয়া মহিলা তথা হইতে উঠিয়া নিজকক্ষে গমন করিলেন। সেও আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল।

ক্রমে সন্ধ্যা আগত হইল। সকলে আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক একে একে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সকলে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং মুখপ্রক্ষালনপূর্ব্বক উক্ত দম্পতি অশ্বচালককে একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। সে আজ্ঞাক্রমে একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া আনিল। এই দম্পতি পান্থশালার অধ্যক্ষকে তাঁহাদের দেয় অর্থ দিয়া গাড়িতে আরোহণ করিলেন। সেও (অশ্বচালক) গাড়ির পশ্চাৎ দিকে বসিয়া যাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়িখানি ষ্টেসনে (গাড়ি থাকিবার স্থান) গিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা উহা হইতে অবতরণ করিয়া ট্রেণে উঠিলেন, সেও তাঁহাদের সহিত উঠিল।

দ্বাদশ ঘণ্টার পর তাঁহারা নিজের দেশে পৌঁছিলেন, অশ্বচালক তাঁহাদের বাটী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। বোধ হয়, সে আর কখনও এরূপ সুন্দর ও বৃহৎ অট্টালিকা দেখে নাই। এখন আর তাহার আহার, এবং পরিধেয় বস্ত্রের অভাবজনিত কষ্ট হইবে না। সে এখন দুই বেলা উদর পূরণ করিয়া খাইতে পাইবে এবং পরিধেয় বসনও পাইবে।

এইরূপে কিছুদিন গত হইল। তাহার কার্য্যদক্ষতায় তাহার প্রভু ও প্রভুপত্নীর অত্যন্ত আনন্দ হইল। সেও অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কার্য্য সমাধা করিয়া তাঁহাদের বিশেষ অনুগ্রহভাজন হইল। সকলই সুবিধাজনক হইল বটে, কিন্তু অপরাপর চাকরের সহিত তাহার মনের মিল হইল না। সে তাহাদের ভাবভঙ্গী কিছুই বুঝিতে পারে না, আর তাহারাও প্রভুর বিশেষ প্রিয়পাত্র বলিয়া ইহার উপর কিছু রাগান্বিত, সুতরাং তাহাদের পরস্পারের সৌহার্দ্দ্য কিরূপে হইবেক। কিন্তু কর্ত্রীঠাকুরাণী ইহাকেই বড় ভালবাসেন এবং ইহাকেই তিনি অনেক কার্য্য করিতে আজ্ঞা করেন।

এইরূপে তিন মাস অতীত হইবার পর অশ্বচালকের জ্বর হইল। ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল দেখিয়া কর্ত্রীঠাকুরাণী তাহাকে প্রত্যহ ডাক্তার দেখাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই উপশম হইল না।

অবশেষে তিনি অপার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং স্বয়ং মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাহার অবস্থা পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

একদিন বেলা ৫টার সময় অশ্বচালক তাহার প্রভুকে সম্মুখে দেখিয়া কহিল, মহাশয়! অনুগ্রহপূর্ব্বক অদ্য রাত্রে আমার কক্ষে একটী সবল ও নির্ভীক পুরুষকে রাখিয়া দিউন, কারণ অদ্যকার রাত্রই আমার জন্মদিনের রাত্রি, আজ বোধ হয়, সেই পাপীয়সীর (যে আমার পূর্ব্বে স্ত্রী ছিল) হস্তস্থিত ছুরিকার দ্বারাই আমার মানব লীলা শেষ হইবে! হায়! আমার জননী উহাকে বিবাহ করিতে অনেকবার নিষেধ করিয়াছিলেন। এই বলিয়া সে নিস্তব্ধ হইল।

তাহার প্রভু উত্তর করিলেন, আজ যদি আমার বিশেষ আবশ্যক না থাকিত, তাহাহইলে আমিই তোমার কক্ষে সমস্ত রাত্রি থাকিতাম। কিন্তু কোন বিশেষ কারণবশতঃ আমি অদ্য রাত্রি বাটী থাকিব না। সে যাহাহউক, আমি একজন সবল ও নির্ভীক লোককে তোমার কক্ষে থাকিতে বলিয়া যাইতেছি, আর তোমার কর্ত্রীঠাকুরাণী ও ডাক্তারবাবু উভয়েই তোমার তত্ত্বাবধান করিবেন। এই বলিয়া তিনি অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীকে সমস্ত বিষয় বলিলেন এবং আহার সমাপনপূর্ব্বক অভিপ্রেত স্থানে গমন করিলেন।

কর্ত্রীঠাকুরাণী তৎক্ষণাৎ চাকর মহলে গিয়া কহিলেন, তোমাদের মধ্যে কে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই নবাগত অশ্বচালকের কক্ষে অদ্য রাত্রের জন্য চৌকি দিতে স্বীকৃত আছ? তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, মা ঠাকুরাণী! আমি দিব। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কহিলেন, দেখ, এখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, এই সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি এই কক্ষমধ্যে জাগিয়া থাকিবে, যেন নিদ্রা যাইও না, অথবা অন্যত্রে গমন করিও না। আর যে মুহূর্ত্তেই এই কক্ষমধ্যে কিছু ঘটনা ঘটিবে, তুমি তৎক্ষণাৎ এই বৃহৎ ঘণ্টা বাজাইও। তাহাহইলে আমি অনতিবিলম্বে বাটীর ভিতর হইতে দৌড়িয়া আসিব। যেন ইহার কিছুমাত্র অন্যথা না হয়। এই বলিয়া কর্ত্রীঠাকুরাণী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং ডাক্তারবাবুকে সমস্ত বন্দোবস্তের বিষয় জ্ঞাপন করাইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"—Sleep the Sleep that knows no breaking,
Morn of toil, nor night of waking"

Scott.

এই চাকর পূর্ব্বদিবস কর্ত্রীঠাকুরাণীকর্ত্তৃক কোন স্থানে যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিল। সে পথে যাইতে যাইতে একটী সুন্দরী ললনাকে দেখিতে পায়। সেই ললনাও তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। চাকরের গতিরোধ হইল, তা'র সাধ্য কি যে সে তথা হইতে আর এক পা অগ্রসর হয়। সেও তাহার মুখের দিকে অনিমেষনয়নে চাহিয়া রহিল। তাহাদের আঁখির সম্মিলনে অবশেষে মনেরও সম্মিলন হইল, এবং কথাবার্ত্তাও চলিতে লাগিল।

এদিকে কর্ত্রীঠাকুরাণী তাহার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া, অপর একটী ভৃত্যকে সেই স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। সে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে প্রথমোক্ত ভৃত্যের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া, বাটী আসিয়া, কর্ত্রী-ঠাকুরাণীকে সমস্ত বিষয় বলিয়া দিয়াছিল।

পরে সে বাটী আসিলে পর কর্ত্রীঠাকুরাণী তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়াছিলেন। তাহাতে সে

মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত এবং ঐ চাকরের (যে তাহার বিষয় কর্ত্রীঠাকুরাণীকে বলিয়া দিয়াছিল) উপর রাগান্বিত হইয়াছিল। অদ্য যখন স্বয়ং কর্ত্রীঠাকুরাণী চাকরমহলে আসিয়া কহিলেন, তোমাদের মধ্যে কে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই নবাগত অশ্বচালকের কক্ষে অদ্যরাত্রের জন্য চৌকি দিবে? তখন এই চাকর তাঁহার নিকট হইতে আবার অনুগ্রহ পাইবার জন্য বলিয়া উঠিল "আমি দিব"।

চাকরটী কিছুক্ষণ ঐ কক্ষে বসিয়া আছে, এমন সময়ে তাহার মনে পড়িল যে, সে গতকল্য সেই ললনাকে সন্ধ্যার সময় পশ্চিমদিকস্থ দ্বার দিয়া প্রবেশপূর্ব্বক বামদিকস্থ অপর একটী কক্ষে বসিয়া থাকিতে বলিয়াছিল। সে উঠিয়া গিয়া সে ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিল যে ললনাটী তাহার কথামত আসিয়া বসিয়া আছে। চাকর তখন তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিজকক্ষে আনয়ন করিল, এবং বলিল, তুমি কিঞ্চিৎকাল এই কক্ষে অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্র আসিতেছি। এই বলিয়া সে অশ্বচালকের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, সে নিদ্রা যাইতেছে। তখন সে আহ্লাদিত মনে নিজকক্ষে প্রবেশ করিয়া ললনার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে মদ্যপানও করিতে লাগিল।

এইরূপে উভয়ে প্রেমালাপ ও মদ্যপান করিতেছে,

এমন সময়ে কর্ত্রীঠাকুরাণীর পদশব্দ শ্রুত হইল। চাকর তৎক্ষণাৎ ললনাকে একপার্শ্বে লুকাইয়া থাকিতে আদেশ করিয়া, অশ্বচালকের কক্ষে গিয়া বসিয়া রহিল। কর্ত্রী-ঠাকুরাণী তথায় গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কেমন দে'খ্‌ছ ? পূর্ব্বের ন্যায় ছট্‌ফট্ ক'চ্ছে না'ত ? চাকর কহিল, না ; আর ছট্‌ফট্ করে নাই। এখন বেশ নিদ্রা যাইতেছে। ইহা শুনিয়া কর্ত্রীঠাকুরাণী বাটীর ভিতর গমন করিলেন। সেও কক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ-কক্ষে আসিয়া আবার ললনার সহিত মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সে অশ্বচালকের কক্ষে গিয়া দেখিয়া আসিতে লাগিল। আবার কিছুকাল পরে কর্ত্রীঠাকুরাণীর পদশব্দ শ্রুত হইল। চাকরটীও পূর্ব্ব-মত সকল কার্য্য করিল।

ললনাটী মধ্যে মধ্যে তাহাকে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি মাঝে মাঝে কোথায় যাও ? সে উত্তর করিল, হরিদ্বারের একটী অশ্বচালক আমাদের এখানে চাক্‌রি করে, তা'র জ্বর হইয়াছে, সেজন্য আমাকে এক এক বার তাহার গৃহে গিয়া দেখিয়া আসিতে হয়। সে (ললনা) কহিল, হরিদ্বারের অশ্বচালক ! চাকর বলিল, তুমি 'হরিদ্বারের অশ্বচালক' এই কথা শুনিয়া এত বিস্মিত হইলে কেন ? ললনা উত্তর করিল, না, এমন কিছু নহে, তবে তোমায়

জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, এইরূপ নানাকথা কহিয়া কথা চাপা দিল।

এমন সময়ে অশ্বচালক হঠাৎ অস্পষ্টস্বরে কি বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। তাহাতে চাকর তৎক্ষণাৎ তাহার কক্ষে দৌড়িয়া গেল। সে তাহাকে দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। চাকর মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, এ আবার নূতন উপসর্গ কোথা হইতে আসিল। যাহা হউক, ইহার কোন প্রতীকার করা উচিত, নচেৎ আমাদের সুখে বাধা পড়িতেছে। কোথায় আমরা প্রেমালাপ করিব, না বার বার ইহার কাছে আসিব! এদিকে রাত্রি প্রায় দুইটা বাজে, কিন্তু এ হতভাগার চক্ষে নিদ্রা নাই। ইহার নিমিত্ত আমরা আমোদ আহ্লাদ করিতে পারিতেছি না। অবশেষে সে একখানি বস্ত্রদ্বারা তাহার মুখ এরূপ করিয়া বাঁধিয়া দিল যে, সে সহস্র চেষ্টা পাইলেও, কোন মতে কথা কহিতে পারিবেক না। অশ্বচালক হীন-বীর্য্য, তাহার কোনও ক্ষমতা নাই যে, সে নিজের মুখের বন্ধন খুলিয়া ফেলে। সে তদবস্থায় পড়িয়া রহিল। হায়! তা'র কি শোচনীয় অবস্থা!!

চাকরটী তাহাকে এইরূপ অবস্থায় রাখিয়া নিজ কক্ষাভিমুখে গমন করিল। কক্ষে আসিয়া দেখিল, কক্ষটী শূন্য। ললনা যেস্থানে বসিয়া ছিল, সে স্থানটীও শূন্য! ললনা পলায়ন করিয়াছে। সে তাহার অনুসন্ধানের

জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিল। এ কক্ষ, ও কক্ষ করিয়া, অনেক অনুসন্ধান করিল। কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইল না। অবশেষে চিন্তা করিল, বোধ হয়, অশ্ব-চালকের কক্ষে গমন করিয়াছে। অশ্বচালকের সহিত বোধ হয়, তাহার পূর্ব্বে সদ্ভাব ছিল, নতুবা 'হরিদ্বারের অশ্বচালক' এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইবেই বা কেন? এই ভাবিয়া সে অশ্বচালকের কক্ষের দিকে গমন করিল। দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্রেই তাহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া গেল, ও তাড়াতাড়ি মুখের বন্ধন খুলিয়া দিল। দেখিল, গৃহের মধ্যস্থল দিয়া প্রায় অর্দ্ধহস্তবিস্তৃতিবিশিষ্ট এক কৃষ্ণবর্ণ রেখা চলিয়া গিয়াছে, এবং নিম্নতল দিয়া কে যেন চলিয়া যাইতেছে।

সে তৎক্ষণাৎ সেই বৃহৎ ঘণ্টায় আঘাত করিল। অমনি কর্ত্রীঠাকুরাণী ও ডাক্তারবাবু দৌড়িয়া আসি-লেন। পরে তাঁহারা উভয়েই কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, যে গৃহের মধ্যস্থল দিয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, আর অশ্বচালকের বক্ষস্থলে কে দুই স্থানে ছুরিকার আঘাত করিয়াছে। শেষোক্ত স্থানে ছুরিকাখানি বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

সমাপ্ত।

CALCUTTA.
PUBLISHED by Hari Dass Bysack.
No 6. 4. Manicktola Street.
PRINTED BY G. C. GHOSE, ARYAN PRESS.
54--2--1 Grey Street.